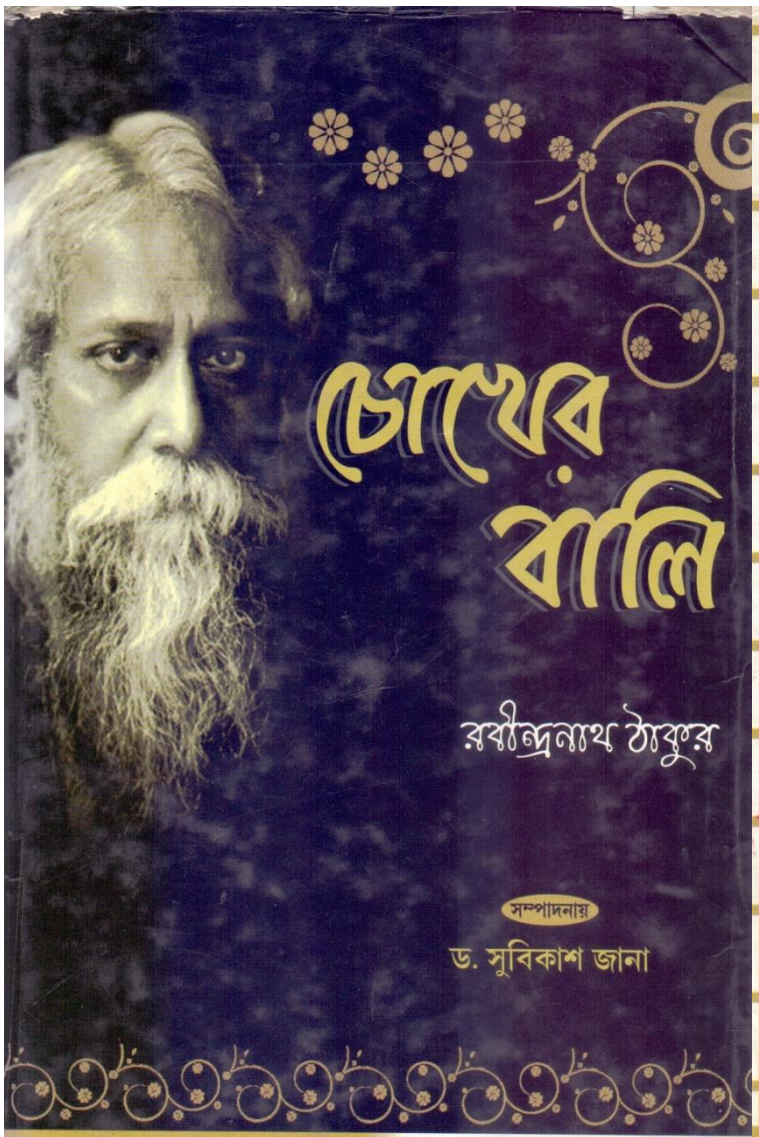

চোখের বালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনায়

ড. সুবিকাশ জানা

তপতী পাবলিশার্স
৯/৪ টেমার লেন, কোলকাতা-৯

তপতী পাবলিশার্স
৯/৪ টেমার লেন, কোলকাতা-৯

চোখের বালি

সম্পাদনা - ডঃ সুবিকাশ জানা
রিডার, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
হিজলী কলেজ, খড়্গপুর-৬, পশ্চিম মেদিনীপুর
ও
অতিথি অধ্যাপক খড়্গপুর কলেজ (পি.জি.) বাংলা বিভাগ

তপতী পাবলিশার্স
৯/৪ টেমার লেন, কোলকাতা-৯
মোবাইল - ৯৪৩৪১৬১৪৫৩

Chokher Bali

by Dr. Subikash Jana, M.A.; Ph.D.

প্রকাশক
শ্রী রিংকু চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতি বেবী চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

মূল্য
১৩০ টাকা মাত্র

অক্ষরবিন্যাস
সুকল্যাণ কম্পিউটার পয়েন্ট

মূদ্রণ
জয়শ্রী প্রেস
বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা - ০৯

নিবেদন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মদীয় শিক্ষাগুরু ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের উৎসাহ দানে, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গানে প্রবেশ করার ইচ্ছে হয়। সেই ইচ্ছে অনুযায়ী বর্তমান গ্রন্থটির সৃষ্টি। 'চোখের বালি' উপন্যাস সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে-হচ্ছে-হবে। যুগান্তকারী মহৎ এই সৃষ্টির আলোচনা হবে। আমি আমার দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে উপন্যাসটির আলোচনা করেছি। অনেক ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, আমার মতের সঙ্গে অন্যের মতের মিল নেই। এসব ক্ষেত্রে সমালোচনা হতে পারে। সহৃদয় ব্যক্তিদের দ্বারা মতামত পেলে নিজেকে পুষ্ট করব। যদি কোন ভুল ভ্রান্তি থাকে তবে পরবর্তী কালে সংশোধন করব।

গ্রন্থটি রচনার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকের সাহায্য পেয়েছি। এরা হলেন সহকর্মী শ্রী নারায়ণ কুইলা ও কুমারী বৈশাখী মাহিন্দার। সমগ্র গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধন করেছেন কন্যা কুমারী রুদ্রানী জানা। প্রকাশক রিঙ্কু চক্রবর্তীর অবদান অনস্বীকার্য। মূলত তারই তাগিদে গ্রন্থটি সম্পাদিত হল। প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তপতী পাবলিশার্সের সকল কর্মীবৃন্দদের অভিনন্দন জানাই। আশাকরি সকল পাঠক পাঠিকার ভাল লাগবে এই গ্রন্থ পাঠান্তে। আর যদি সত্যিই ভাল লাগে, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে এমন দাবী অবশ্যই করতে পারি।

বিনীত
সুবিকাশ জানা

প্রেমবাজার
৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯

সূ চী প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। রবীন্দ্রনাথ ও রচনাবলী	৯
২। উপন্যাস পাঠ	১৭
৩। সাধারণ আলোচনা (কাহিনী)	৪৬
৪। নায়ক	৫৩
৫। নায়িকা	৫৯
৬। রীতি ও জাতি	৬৫
৭। মনস্তাত্ত্বিকতা	৬৭
৮। গঠন শৈলী	৭২
৯। পরিনতি	৮২
১০। চিঠি ও চিঠির প্রসঙ্গ	৯১
১১। দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতের ভূমিকা	১০৩
১২। অলংকার	১১৫
১৩। ভাষা	১২০
১৪। সংলাপ	১২৪
১৫। চিত্রহার	১২৯
১৬। সমাজচিত্র	১৩৩
১৭। ডাকব্যবস্থা	১৩৬
১৮। যাতায়াত ব্যবস্থা	১৩৮
১৯। নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা	১৩৮
২০। ব্যঙজনপ্রসঙ্গ	১৪০
২১। ইংরেজ /গোরা প্রসঙ্গ	১৪৩
২২। প্রেম সম্পর্ক	১৪৫
২৩। সংস্কার প্রসঙ্গ	১৬০
২৪। জীবন দর্শন	১৬১
২৫। ট্র্যাজেডি	১৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬। চন্ডীমন্ডপের ভূমিকা	১৭৪
২৭। নাটকীয়তা	১৭৫
২৮। পুরুষ চরিত্র	১৭৭
২৯। মহেন্দ্র (মহেন/মহিন)	১৭৮
৩০। বিহারী	১৮৩
৩১। অনুকূল বাবু	১৩৯
৩২। রাজেন্দ্র চক্রবর্তী	১৯৩
৩৩। পাচু	১৯১
৩৪। মহিলা চরিত্র	১৯১
৩৫। রাজলক্ষী	১৯২
৩৬। অন্নপূর্না	১৯৭
৩৭। আশা/আশালতা/চুনি	২০২
৩৮। বিনোদিনী	২০৭
৩৯। হরিমতি	২১৯
৪০। প্রোঢ়া প্রতিবেশিনী	২২০
৪১। বিনোদিনীর দিদি শাশুড়ি	২২১
৪২। খেমি	২২২
৪৩। বিবিধ তথ্য	২২৩
৪৪। চরিত্রাবলী	২৩১
৪৫। টীকা টিপ্পনী	২৩৩
৪৬। মূল উপন্যাস - চোখের বালি	

উপন্যাস পাঠ

(১)

একই গাঁয়ের মেয়ে হরিমতি ও রাজলক্ষ্মী একসঙ্গে খেলা শৈশব কৈশোরে করেছেন। হরিমতির ইচ্ছে ছিল নিজের মেয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর ছেলে মহেন্দ্রর বিয়ে হোক। এ বিষয়ে তিনি অনেক চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র রাজী হয়নি। পরে পিতৃহীন মহেন্দ্র মায়ের কথায় বিনোদিনীকে বিয়ে করতে রাজী হল। বিয়ের দিন স্থির হল। কিন্তু বিয়ের দু-চার দিন আগে মহেন্দ্র বেঁকে বসল। সে বিনোদিনীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করল। রাজলক্ষ্মী তখন বিহারীকে বললেন বিনোদিনীকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু বিহারীও বিয়ে করতে রাজী হল না। বিনোদিনীর বিধবা মা পাত্র খুঁজে অস্থির হলেন। শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী নিজের জন্মভূমি বারাসতের গ্রাম সম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনের সঙ্গে বিনোদিনীর বিয়ে দিলেন। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে বিধবা হয়। বিনোদিনীর বিধবা হওয়ার পর বছর তিনেক পর রাজলক্ষ্মী পুত্র মহেন্দ্রর বিয়ের কথা পুনরায় আলোচনা করেন। কারণ উপযুক্ত ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না বলে অনেকেই রাজলক্ষ্মীর সমালোচনা করেছিল। তবে মহেন্দ্র বিয়েতে রাজী হল না। সে তার কাকীমার পিতৃ-মাতৃহীন বোনের মেয়ের সঙ্গে বন্ধু বিহারীর বিয়ের সম্বন্ধ করল। যদিও তার কাকীমার ইচ্ছে ছিল বোনের মেয়ের সঙ্গে মহেন্দ্রের বিয়ে দিতে। মহেন্দ্রর কাকীমা অন্নপূর্ণার সঙ্গে কোন বিষয়ে বিশেষত বিয়ের প্রসঙ্গে কথা বলুক এটা রাজলক্ষ্মী পছন্দ করেন না। পুত্রকে জায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই রাজলক্ষ্মী রেগে যান এবং অন্নপূর্ণাকে কটুক্তি করতে ছাড়েন না।

(২)

কাকীমা বিনোদিনীর নির্দ্দিষ্ট করা দিনে শ্যাম বাজারে মেয়ের জ্যাঠা অনুকূল বাবুর বাড়িতে মহেন্দ্র এবং বিহারী গেল, কন্যাকে দেখার জন্য। চৈত্র মাসে সূর্য অস্ত যাওয়ার মুখে তারা আশালতাকে দেখল। আশার বয়স প্রায় চৌদ্দ-পনের হবে। মহেন্দ্র কন্যার নামধাম জিজ্ঞাসা করল। মেয়ে দেখে ফেরার পথে সে বিহারীকে বলল 'বিহারী এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।' এভাবে নানা কথাবার্তার পর যে যার ফিরল। মহেন্দ্র মেয়ে দেখতে গিয়ে খেয়ে এসেছে, তাই সে তার মায়ের নিজের হাতের তৈরী লুচি পর্যন্ত খেত চাইল না। তাই তার মা অভিমান করেছিলেন। অবশেষে মা-ছেলের মান-অভিমানের পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডেকে খেতে বসালেন।

(৩)

পরদিন মহেন্দ্র বিহারীর বাসায় এল। বলল যে আশাকে সে যদি বিয়ে না কর তবেই তার কাকীমার খেদ থেকে যাবে। বাড়ি ফিরে এসে মাকে জানাল যে সে বিয়ে করতে রাজী আছে। আশাকে বিয়ে করতে রাজী আছে। একথা শুনে রাজলক্ষ্মী জানালেন যে মেয়েটির